কলিকাতা হাইকোর্ট

মহামান্য বিচারপতি **(গণ): তপব্রত চক্রবর্তী, পার্থ সারথি চ্যাটার্জি,** বিচারপতিদ্বয়।

বন্দনা বন্দপাধ্যায় -- বনাম --. নীতি ভট্টাচার্য্য

এফ্. এ. নং - ২০১৭ সালের ১৪৯ , নিষ্পত্তির তারিখ ১২/১২/২০২২

উত্তরাধিকার আইন (১৯২৫ সালের ৩৯), ধারা ২৭৬, ধারা- ৬৩ --সাক্ষ্য আইন (১৮৭২ সালের ১), ধারা-৬৮ --প্রবেট-- মঞ্জুর--- উইলটি কোনও সন্দেহজনক পরিস্থিতির আড়ালে ছিল কি না --আবেদন এই যে আবেদনকারী-নির্বাহকের ('এক্সিকিউটর') স্বামীর পক্ষে উইল প্রদানকারী (তাঁর) সম্পত্তি উইল করে দিয়ে যান -উইলকারী একজন শিক্ষিত ব্যক্তি এবং সুস্থ মানসিক অবস্থায় ছিলেন --- প্রত্যয়ণকারী সাক্ষীগণের বয়ান অনুযায়ী উইলকর্তা তাদের সম্মুখেই উইল সম্পাদন করেছেন --- -উইলের অভ্যন্তরস্থ সম্পত্তির অংশের বিচ্ছিন্নতা তার প্রত্যাহার সূচিত করে না--- এছাড়াও, পরবর্তী বিক্রয়ের দলিলের ক্ষেত্রে উইলের উল্লেখ বাদ পড়ে যাওয়া সন্দেহজনক পরিস্থিতি নয় এবং কেবল এই কারণে, প্রবেট- মঞ্জুর প্রত্যাখ্যান করা যাবে না--- উত্তরাধিকারের স্বাভাবিক নিয়ম পরিবর্তন করে করা উইল যা উইল করে প্রদাণ করা সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে প্রতিবাদীগণকে বঞ্চিত করেছে সেটি বৈধ -- উইল যথারীতি সম্পাদিত ও প্রত্যয়িত হয়েছিল -- প্রবেট-মঞ্জুর প্রত্যাখ্যান, অনুচিত।

(অনুচ্ছেদ ২৩, ২৫, ২৯)

উদ্ধৃত মামলাঃ **কালানুক্রমিক অনুচ্ছেদগুলি**

২০১০ এ আই আরএসসিডব্লিউ ৩৯৩৫	অনুচ্ছেদ নং (১৬,৩০)
এ. আই. আর ২০০৯ এস. সি ১৭৬৬: ২০০৯ এ আই আর এসসিডব্লিউ ১৩৩৮	অনুচ্ছেদ নং (১৬,৩০)
এ আই আর অনলাইন ১৯৯৬ এসসি ৬৩৪	অনুচ্ছেদ নং (১৬,৩০)
১৯৯৫ এ আই আর এসসিডব্লিউ ৪৬৩১	অনুচ্ছেদ নং (১৬,৩০)
এ আই আর ১৯৭২ ক্যাল ২১০	অনুচ্ছেদ নং (১৩)
এ আই আর ১৯৬৪এসসি ৫২৯	অনুচ্ছেদ নং (১৩)

আইনজীবীদের নাম

আবেদনকারীর পক্ষে সপ্তাংশু বসু, 'সিনিয়র' আইনজীবী, পার্থ প্রতিম রায়, প্রতিবাদী পক্ষে প্রতীপ কুমার চ্যাটার্জি, চিত্তপ্রিয় ঘোষ, প্রিয়াঙ্কা সাহা, কোমল সিনিয়া।

1. **পার্থ সারথি চ্যাটার্জি, বিচারপ্তি--** এই আপিলটি বিদ্বাণ অতিরিক্ত জেলা বিচারক, কান্দি কর্তৃক টেস্টামেন্টারি কেস নং ২০১৪ সালের ০১ (এ) মামলায় প্রদত্ত ১৯/৯/২০১৬ তারিখের রায়ের বিরুদ্ধে করা হয়েছে যার মাধ্যমে বিবাদীয় মতে উইলকর্তা তপোনারায়ণ

বন্দোপাধ্যায়ের দ্বারা সম্পাদিত উইলের বিষয়ে প্রোবেট মঞ্জুর করার জন্য উপস্থাপক ('প্রপাউণ্ডার') -এর আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

2. আপিলের বিচারের উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে যে বিষয়গুলি উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল, পরেশ বন্দোপাধ্যায়ের স্ত্রী বন্দনা বন্দোপাধ্যায় ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৩-এর ২৭৬ ধারার অধীনে একটি দরখাস্ত দায়ের করেছিলেন (এরপরে উক্ত দরখাস্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), যেখানে অন্য আরও কিছুর সাথে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তপোনারায়ণ বন্দোপাধ্যায় (এরপরে উইলকর্তা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) বিগত ১১/১২/২০১০ তারিখে মুর্শিদাবাদ জেলার রূপপুর, থানা- কান্দিতে অবস্থিত তাঁর স্থায়ী বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন এবং ২০/০৭/২০০১ তারিখে তিনি প্রত্যয়িত করার সাক্ষীদের উপস্থিতিতে তাঁর শেষ উইল এবং টেস্টামেন্টটি কার্যকর করে তাঁর পুত্র পরেশ বন্দোপাধ্যায়ের (এরপরে উত্তরাধিকারী ('লিগেটি') হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) অনুকুলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি প্রদাণ করেছিলেন এবং বর্তমান আপিলকারী / দরখাস্তকারী শ্রীমতী বন্দোপাধ্যায় সম্পাদনকারী ('এক্সিকিউটর') নিযুক্ত হন।

3. নথিতে বলা হয়েছে যে, ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৩ (এরপরে ১৯২৩ সালের আইন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)-এর 276 ধারার সমস্ত প্রয়োজনীয়তা প্রতিপালন করা হয়েছিল এবং আবেদনকারীর নিকটাত্মীয়দের পিটিশনে বিপরীত পক্ষ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।প্রাথমিকভাবে, উপরোক্ত আবেদনটি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রতিনিধির কাছে দায়ের করা হয়েছিল এবং এটি প্রবেট মামলা নং ১২/২০১২ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু বিরোধী পক্ষ/বিবাদী নং ১ এবং ২ এখানে লিখিত আপত্তি দায়ের করে উইলটি অভিশংসন ('ইমপিচ্') করে, এটি বিতর্কিত হয়ে ওঠে এবং মুর্শিদাবাদের বিদ্বান জেলা বিচারকের সামনে পেশ করা হয় এবং এটি টেস্টামেন্টারি কেস নং ১(এ)/২০১৪ হিসাবে নিবন্ধিত হয় এবং নিষ্পত্তির জন্য কান্দির বিদ্বাণ অতিরিক্ত জেলা বিচারকের আদালতে স্থানান্তরিত করা হয়।

4. ১ ও ২ নং প্রতিবাদীদের দ্বারা দাখিল করা লিখিত আপত্তিতে তাদের যুক্তির মূল বিষয় ছিল যে, তাঁর জীবদ্দশায়, উইলকর্তা কখনও কোনও উইল কার্যকর করেননি এবং এমনকি উইলকর্তা কখনও কোনও উইল কার্যকর করার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি।উইলকর্তার অগোচরে এটি প্রস্তুত করা হয়েছিল।(উইলের) নির্বাহক ('এক্সিকিউটর') উইল সম্পর্কে আগে থেকে কিছু প্রকাশ করেননি এবং বেশ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে, হঠাৎ নির্বাহক এই প্রত্যাশায় উইলটি বের করেন যে তার নিজের লোকদের মিথ্যা সাক্ষের ভিত্তিতে এটির প্রবেট প্রদান করা হবে।

5. প্রতিবাদী নং ৩ এবং ৪ তাদের লিখিত আপত্তিতে বলেছিল যে আলোচ্য উইলের বিষয়ে যদি প্রোবেট দেওয়া হয় তবে তাদের কোনও আপত্তি থাকবে না।

6. তার যুক্তির সমর্থনে, আবেদনকারী নিজেই পি. ডব্লু-১ হিসাবে সাক্ষ্য দেন এবং বরুণ মুখার্জি এবং প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য নামে দুই সাক্ষীর মৌখিক বিবরণও পেশ করেন, যাদের যথাক্রমে পিডব্লিউ-২ এবং ৩ হিসাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল।আবেদনকারী কিছু দস্তাবেজ জমা দিয়েছেন, যথা উইল, যা প্রদর্শ -১ হিসাবে চিহ্নিত, খাতিয়ান নম্বর ৫১৭ এবং ৯৩০-এর এল্. আর. আর-ও-আর যা প্রদর্শ ২ এবং ২/১ হিসাবে চিহ্নিত এবং (উইলকর্তা দ্বারা সম্পাদিত) ২০০৮ সালের ২৩২৮ নং দলিলের অনুলিপি,যা প্রদর্শ-৩ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

7. অন্যদিকে, প্রোবেট মঞ্জুর প্রতিরোধ করার জন্য, প্রতিবাদীগন নীতি ভট্টাচার্য, পার্থ সারথি দাস এবং অজয় প্রধানের মৌখিক সাক্ষ্য উপস্থাপিত করেন, যাদের যথাক্রমে ও.পি.ডব্লু.- ১,২এবং ৩ হিসাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল।প্রতিবাদীগনও কিছু দস্তাবেজ জমা দিয়েছেন যেমন ১নং প্রতিবাদীর ('রেস্পন্ডেন্ট') বাবার লেখা একটি চিঠি, পিডব্লিউ-১-এর মায়ের মৃত্যুর শংসাপত্র এবং ডিসচার্জ শংসাপত্র (কার্বন কপি) যা যথাক্রমে প্রদর্শ 'A', 'B', এবং 'C' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

8. বিবাদিত রায়ের মাধ্যমে, নিচের বিদ্বাণ আদালত আলোচ্য উইলের বিষয়ে প্রোবেট মঞ্জুর করতে অস্বীকার করেছেন এবং এর ফলে বিক্ষুব্ধ হয়ে আপীলকারী এই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, এই যুক্তি দিয়ে যে নিচের আদালত আবেদনকারীর জবানবন্দির প্রমাণমূলক মূল্যকে অবিশ্বাস করে প্রোবেট মঞ্জুর করতে অস্বীকার করে ভুল করেছেন।অসঙ্গত প্রভাবের সন্দেহ দূর করার দায় আদালত ভ্রান্তভাবে নির্বাহকের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। উপস্থাপকের ('প্রোপাউণ্ডার') প্রমাণের মধ্যে ছোটখাটো অসঙ্গতি এবং উপস্থাপকের ('প্রোপাউণ্ডার') সাক্ষ্যের একটি অংশ বিচ্ছিন্নভাবে নিয়ে এবং পুরো সাক্ষ্য বিবেচনা না করার ভিত্তিতে প্রবেট (প্রদান করতে) অস্বীকার করা হয়েছিল।প্রবেট (প্রদান) ভ্রান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল কারণ উইলকারী তার কিছু সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছিলেন যা উইলের বিষয়ও ছিল।

9. এই আপিলটি উত্থাপন করার সময়, বিদ্বাণ বরিষ্ঠ আইনজীবী শ্রী সপ্তাংশু বসু যাকেপার্থ প্রতিম রায় সহায়তা করছিলেন, লেখকের এবং প্রত্যয়নকারী সাক্ষীর ('এটেস্টিং উইটনেস্') জবানবন্দির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বলেন যে নির্বাহক সফলভাবে প্রমাণ করেছেন যে উইলটি ১৯২৩ সালের আইনের ৬৩ ('সি') ধারা এবং ১৯৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ৬৮ ধারার বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যথাযথভাবে

সম্পাদন ও প্রত্যয়িত করা হয়েছিল ।লেখকের এবং প্রত্যয়নকারী সাক্ষীর ('এটেস্টিং উইটনেস্') জেরার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রী বসু বলেন যে, লেখক এবং প্রত্যয়নকারী সাক্ষী ('এটেস্টিং উইটনেস্')-কে জেরার সময় (তাদের বক্তব্য থেকে) নড়ানো যায়নি।

10. তিনি আরও বলেন, উইলটি জাল করা হয়েছে বা বানানো হয়েছে এমন কোনও সওয়াল বিরোধী পক্ষগুলি করেনি বা তারা এমন কোনও ওজরও দেখাননি যে উইলকারীর সাথে জবরদস্তির করা হয়েছিল , অযৌক্তিক প্রভাব খাটানো হয়েছিল বা জালিয়াতি করা হয়েছিল।বিদ্বাণ নীচের আদালতের সামনে বিরোধী পক্ষ নং ১ ও ২ দ্বারা ব্যবহৃত লিখিত আপত্তির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন যে বিরোধী পক্ষ নং ১ ও ২ কেবল এই ওজর দিয়েছিল যে উইলকারী কখনই এই ধরনের উইল কার্যকর করেনি এবং এটি ছাড়া অন্য কোনও সওয়াল করা হয়নি।অতএব, এই ধরনের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, যেহেতু উপস্থাপক ('প্রোপাউণ্ডার') (উইলের) সম্পাদণ এবং প্রত্যয়ন প্রমাণ করেছে, তাই প্রোবেট মঞ্জুর করা উচিত ছিল।তবে, তিনি আরও যোগ করেছেন যে, (উইলের) সম্পাদণ এবং প্রত্যয়নের প্রমাণ দেওয়ার পাশাপাশি, উইলকে ঘিরে যদি কোনও সন্দেহ থাকে, তা আদালতের মন থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য উপস্থাপকের ('প্রোপাউণ্ডার') অতিরিক্ত দায়িত্ব রয়েছে।

11. তিনি বলেন যে, প্রাথমিকভাবে, বিরোধী পক্ষগণ উইলকর্তার পদবী ব্যবহারের বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল।প্রদর্শ - 'এ', যেটি কথিতমতে উইলকর্তার লেখা একটি চিঠি, সামনে রেখে বিরোধী পক্ষগণ একটি বিষয় উত্থাপন করেছিল যে উইলকর্তার তাঁর নাম 'তপোনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়' ('Taponarayan Banerjee') হিসাবে স্বাক্ষর করা উচিত ছিল কিন্তু নীচের আদালত এই ধরনের যুক্তি গ্রহণ করেনি।তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে উইল (প্রদর্শ-১) এবং পরবর্তী দলিল (প্রদর্শ-৩) উভয় ক্ষেত্রেই উইলকর্তা 'তপোনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়' ('Taponarayan Bandopadhyaya') হিসাবে তাঁর স্বাক্ষর করেছিলেন এবং সাক্ষ্য থেকেএটা দেখা যাচ্ছে যে তপোনারায়ণ ব্যানার্জী (Taponarayan Banerjee) এবং তপোনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (Taponarayan Bandopadhyaya) একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর স্বাক্ষরকে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি।

12. তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে উইলটি ২০.৭.২০০১ তারিখে কার্যকর করা হয়েছিল এবং এটি ২৭.৭.২০০১ তারিখে নিবন্ধিত হয়েছিল।পি.ডব্লিউ.-১ জবানবন্দি দেওয়ার সময় বলেছিল যে 'উইলটি আমাদের বাড়িতে ২৭.৭.২০০১ এ প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং এটি একই দিনে নিবন্ধিত হয়েছিল' এবং নীচের বিদ্বান আদালত পর্যবেক্ষণ

করেছে যে সেই ব্যক্তি, যার উইলটি কার্যকর করা এবং প্রত্যায়িত করার বিষয়টিকে ঘিরে থাকা সন্দেহগুলি দূর করার কথা, তিনি নিজেই এই ধরনের বিবৃতি দিয়ে সন্দেহ তৈরি করেছেন এবং তাই, নীচের বিদ্বান আদালত প্রবেট প্রদাণ করতে অস্বীকার করেছে যদিও পিডব্লিউ-১-এর সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে এই ধরনের অসঙ্গতি একটি ছোটখাটো অসঙ্গতি এবং এটি লক্ষ করা উচিত যে উইলটি ২০০১ সালে সম্পাদণ করা হয়েছিল এবং পি.ডব্লিউ.-১ ২০১৪ সালে অর্থ্যাৎ প্রায় ১৩ বছর পরে জবানবন্দী দিয়েছিলেন এবং এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে সমস্ত ব্যক্তির পর্যবেক্ষণের শক্তি, স্মৃতি একই নয় এবং এই তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে একজন মহিলা, যিনি ১৩ বছরের আগে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার বিষয়ে জবানবন্দি দিচ্ছেন, এই ধরনের অসঙ্গতি বেশ স্বাভাবিক।

13. তিনি জোর দিয়ে বলেন যে প্রোবেট মঞ্জুর করার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা হয়েছে এবং তাই, এই ধরনের ছোটখাটো অসঙ্গতির কারণে প্রোবেট মঞ্জুর করতে অস্বীকার করা খারাপ এবং তিনি বলেন যে এটি আলোচ্য উইলের প্রোবেট মঞ্জুর করার জন্য এটি একটি উপযুক্ত মামলা এবং এই ধরনের যুক্তির সমর্থনে, তিনি এ. আই. আর ১৯৭২ ক্যাল ২১০-এ রিপোর্ট করা রাজলক্ষ্মী দাসি বেচুলাল দাস বনাম কৃষ্ণ চৈতন্য দাস মোহন্ত, এ. আই. আর ১৯৬৪ এস. সি ৫২৯-এ রিপোর্ট হওয়া শশী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য বনাম সুবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অধুনা মৃত এবং তাঁর পরে তাঁর আইনী প্রতিনিধিগণ এবং অন্যান্যরা মামলাগুলিতে প্রদত্ত রায়গুলির উপর এবং এফ. এ. নং ৪৭/২০০৮-এ এই আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চ দ্বারা প্রদত্ত একটি রিপোর্ট না হওয়া রায়ের উপর ক্ষেত্রে নির্ভর করেছেন।

14. এর বিরোধিতায়, এখানে প্রতিবাদীগণের পক্ষে আইনজীবী শ্রীযুক্ত চিত্তপ্রিয় ঘোষ বলেন যে উইলটি সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে ভরা এবং আবেদনকারী/আপিলকারী এই ধরনের সন্দেহ দূর করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তিনি যোগ করেছেন যে স্বাক্ষর করার সময় উইলকারীর পদবী ব্যবহার সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে।প্রদর্শ-১ থেকে, এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে উইলকর্তা তপনরায়ণ ব্যনার্জী (Taponarayan Banerjee) হিসাবে স্বাক্ষর করেছিলেন কিন্তু উইলটিতে তিনি কথিতমতে তপনরায়ণ বন্দোপাধ্যায় (Taponarayan Bandopadhyaya) হিসাবে স্বাক্ষর করেছিলেন এবং আবেদনকারী এই ধরনের সন্দেহ দূর করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।তিনি বলেছিলেন যে উইলটি কথিতমতে ২০.৭.২০০১ তারিখে আবেদনকারীর উপস্থিতিতে প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং এটি কথিতমতে ২৭.৭.২০০১ তারিখে নিবন্ধিত হয়েছিল কিন্তু পিডব্লিউ-১ নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছিল যে উইলটি ২৭.৭.২০০১ তারিখে প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং একই দিনে নিবন্ধিত

হয়েছিল। শ্রী ঘোষ যুক্তি দেখান যে বিক্রয়ের পরবর্তী দলিলটিতে উইলের কোনও উল্লেখ ছিল না।কথিত উইল সম্পাদণ করার পরে, উইলকারী তার সম্পত্তি বিক্রি করে দেয় এবং এই তথ্যটিই বলে যে উইলকারী উইল সম্পর্কে অবগত ছিলেন না এবং তাই, এই উইলকে উইলকারীর শেষ উইল এবং টেস্টামেন্ট বলা যায় না।

15. তিনি জোর দিয়ে বলেন যে নীচের আদালত যথাযথভাবে রায় দিয়েছে যে আবেদনকারী সন্দেহ দূর করতে ব্যর্থ হয়েছেন বরং তিনি নিজেই জবানবন্দি দেওয়ার সময় সন্দেহ তৈরি করেছেন।নির্বাহকের স্বামী হিসাবে প্রাপক ('বেনিফিশিয়ারি') উইলের প্রস্তুতি এবং সম্পাদনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন যা সন্দেহজনক পরিস্থিতিগুলির মধ্যে একটি এবং যুক্তিসঙ্গত কারণে, বিদ্বান আদালত একটি যুক্তিসঙ্গত আদেশ পাস করে প্রোবেট দিতে অস্বীকার করে যাতে হস্তক্ষেপের কোনও সুযোগ না থাকে। এই যুক্তির সমর্থনে, তিনি ১৯৯৫ সালে এ আই আর এস্ সি ডব্লিউ ৪৬৩১-এ রিপোর্ট হওয়া কাশীবাঈ স্বামী লাচিরাম এবং আরও একজন বনাম পার্বতীবাই স্বামী লাচিরাম এবং অন্যান্য, (১৯৯৬) ১১ এস্ সি সি ৬২৬: (এ আই আর অনলাইন ১৯৯৬ এস্ সি.৬৩৪)-এ **রিপোর্ট হওয়া কর্তার কৌর** এবং আরও একজন বনাম মিলখো এবং অন্যান্য, (২০০৯) ৩ এস্ সি সি ৬৮৭ ঃ (এ আই আর ২০০৯ **এস্ সি ১৭৬৬)-এ রিপোর্ট** হওয়া ভারপুর সিং এবং অন্যান্য বনাম শমসের সিং, এবং (২০১০) ৫ এস্ সি **সি ২৭৪ ঃ(২০১০** এআইআর এসসিডব্লিউ ৩৯৩৫)-এ রিপোর্ট হওয়া এস্. আর. শ্রীনিবাসা এবং অন্যান্য বনাম ভি.এস্. পদ্মাবতাম্মা মামলায় প্রদত্ত রায়গুলির উপর নির্ভর **করেছিলেন।**

16. এর জবাবে শ্রী বসু বলেন যে উইলটি উইলকারীর মৃত্যুর তারিখ থেকে কার্যকর হয় এবং উইলের বক্তব্যে বলা হয় যে উইলকারী তার মৃত্যুর সময় যে সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রেখে যাবেন, তা উত্তরাধিকারীর কাছে যাবে এবং তার মৃত্যু পর্যন্ত, উইলকারী সেই সম্পত্তিগুলি উপভোগ করতে চেয়েছিলেন এবং উইলকারীর এই ধরনের ইচ্ছা উইলটিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল এবং তিনি যুক্তি দেন যে যেহেতু একটি সম্পত্তি উইলকারী বিক্রি করেছিলেন, তাই উইল তার শক্তি হারিয়েছে বলে বলা যায় না।উইলকারী নিজেই বিক্রয় চুক্তিতে বিক্রয়ের কারণ দিয়েছেন এবং সবশেষে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, যে রায়গুলির উপর শ্রী ঘোষ নির্ভর করেছেন, সেগুলি তথ্যের ভিত্তিতে আলাদা করা যায়।

17. ১৮) এই যুক্তিতর্কের পটভূমিতে, আদালতকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছেঃ

i) আবেদনকারী কি সন্তোষজনক এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিয়ে উইল যথাযথভাবে

কার্যকর এবং প্রত্যয়িত হয়েছিল তা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে?

ii) উইলকর্তা সুস্থ ছিলেন কি না এবং তাঁর প্রদান করার মতন মানসিক অবস্থা ছিল কি না?

iii) উইলকারী উইলের বিষয়বস্তু জানতেন এবং অনুমোদন করতেন এবং এই ব্যবস্থার (' ডিসপোজিশনস্') প্রকৃতি ও প্রভাব বুঝতে পারতেন কিনা?

iv) আবেদনকারী উইলকে ঘিরে থাকা সমস্ত সন্দেহজনক পরিস্থিতি অপসারণ করতে পেরেছেন কিনা?

18. উপরোক্ত সমস্ত বিষয়গুলি একে অপরের সঙ্গে আন্তঃসংযুক্ত হওয়ায় সেগুলি আলোচনা ও নির্ধারণের জন্য একসঙ্গে নেওয়া হল ।

19. এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫-এর ধারা ৬৩ (সি) এবং ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২-এর ধারা ৬৮-এর বিধানগুলি বিবেচনা করে একটি উইল অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে, যার পরিপ্রেক্ষিতে একটি উইলের উপস্থাপককে অবশ্যই এক বা একাধিক প্রত্যয়ণকারী সাক্ষীদের পরীক্ষা করে সেটির সম্পাদণ প্রমাণ করতে হবে এবং উপস্থাপককে অবশ্যই উইলটিকে ঘিরে থাকা সকল সন্দেহজনক পরিস্থিতি সরিয়ে ফেলতে হবে এবং যদি উইলটি জালিয়াতি, জবরদস্তির বা অযৌক্তিক প্রভাবের ভিত্তিতে অভিশংসিত হয়, তবে সেটিকে প্রমান করার জন্য প্রমাণ করার দায় সতর্কতাকারীর ('ক্যাভিয়েটর্') উপর থাকবে।এমন একটি ক্ষেত্রে যেখানে উইলটি সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে ঘেরা থাকে , সেটি উইলকারীর শেষ উইলের দ্বারা করা ব্যবস্থা ('টেস্টামেন্টারি ডিসপজিশন্') হিসাবে বিবেচিত হবে না।এটা স্বাভাবিক যে সন্দেহজনক পরিস্থিতিগুলির গণনা ক্লান্তিকরভাবে করা যায় না।

20. প্রদত্ত ক্ষেত্রে, লিখিত আপত্তিতে, উইলের উপর করা উইলকর্তার স্বাক্ষরকে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি।সাক্ষ্যগ্রহণ বন্ধ হওয়ার পরে, বিরোধী পক্ষগণ 'অর্ডার' ২৬ 'রুল' ১০ 'এ' 'সিপিসি'-র অধীনে একটি আবেদন করেছিল যা নিচের বিদ্বাণ আদালত দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এবং নিচের বিদ্বাণ আদালতের উক্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে, 'সি'.'ও'.১৬৯৯/২০১৫ একটি দেওয়ানি সংশোধন ('সিভিল রিভিশন') মামলা এই আদালতে করা হয়েছিল কিন্তু তা গ্রহণ করা হয়নি।এই আদালতের বিদ্বাণ একক বেঞ্চের এই ধরনের আদেশ কোনও ফোরামে বিরোধিতা করা হয়নি এবং এমনকি লিখিত আপত্তি এবং আপিল স্মারকলিপিতেও ('মেমোরেণ্ডাম্ অফ্ আপীল') এমন কোনও যুক্তি উত্থাপিত হয়নি যে উইলটিতে প্রকৃত স্বাক্ষর ছিল না।সুতরাং, শেষ পর্যন্ত উইলকর্তার

স্বাক্ষরকে কোনও রকম চ্যালেঞ্জ করা হয় নি।

21. রেকর্ড থেকে জানা যায় যে (উইলটির) লেখক, পিডব্লিউ-৩, জবানবন্দী দিয়েছিলেন যে তিনি উইলকারীর বাসভবনে উইলটি লিখেছিলেন এবং তারপরে, উইলকারী তাতে নিজের স্বাক্ষর করেছিলেন এবং তারপরে বরুণ মুখার্জি, প্রতুল মুখার্জি এবং আনন্দ দুলাল মুখার্জি নামে তিনজন সাক্ষী উইলটি প্রত্যয়িত করেছিলেন।আবেদনকারীকে নির্বাহক নিযুক্ত করা হয় এবং জেরায় তিনি বলেন যে, সমস্ত ব্যক্তি তাঁর উপস্থিতিতে নিজ নিজ স্বাক্ষর করেন এবং উইলকর্তা 'তপোনারায়ণ বন্দোপাধ্যায়' ('Taponarayan Bandopadhyaya') নামে পরিচিত ছিলেন।

22. প্রত্যয়নকারী সাক্ষী পিডব্লিউ-২, সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে উইল সম্পাদণ করার সময় তিনি তাঁর দুই প্রতিবেশী প্রতুল ও আনন্দ দুলাল সহ উপস্থিত ছিলেন এবং উইলকারী তাঁর উপস্থিতিতে বাংলায় স্বাক্ষর করে উইলটি সম্পাদণ করেছিলেন এবং তারপরে, তিনি অন্যান্য সাক্ষীদের সাথে উইলটিতে তাদের নিজ নিজ স্বাক্ষর করেছিলেন এবং তিনি বলেন যে উইলকারী স্থানীয়ভাবে তপনরায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তপনরায়ণ ব্যানার্জী নামে পরিচিত ছিলেন।

23. স্বীকার করা যায় যে, পি. ডব্লিউ-২ এবং পি. ডব্লিউ-৩- কে প্রতি-পরীক্ষণের সময় (তাদের বক্তব্য থেকে) নড়ানো যায়নি।উইলটি ২০০১ সালে নিবন্ধিত হয় এবং পরবর্তীকালে, উইলকারী ২০০৬ সালে একটি সম্পত্তি বিক্রি করে দেয় এবং উইলকর্তা ২০১০ সালে মারা যান।সুতরাং, এখানে এটি বলা যেতে পারে যে সম্পাদনের সময় অর্থ্যাৎ ২০০১ সালে, উইলকর্তা মানসিকভাবে সুস্থ ছিলেন।২০০১ সালে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে উইলকর্তার উইল করে প্রদান করার ক্ষমতা ('টেস্টামেন্টারি ক্যাপাসিটি') ছিল না।

24. স্বীকৃতভাবেই, উত্তরাধিকারী তাঁর সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে তাঁর পুত্রকে (উইল করে) দান করেছিলেন।এটি আইনের স্থিরীকৃত প্রস্তাব যে উইল উত্তরাধিকারের স্বাভাবিক নিয়ম পরিবর্তন করার জন্য কার্যকর করা হয় এবং নিছক বঞ্চনা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আদালতকে এই রায় দিতে পরিচালিত করবে না যে উইলটিকে ঘিরে সন্দেহজনক পরিস্থিতি রয়েছে তবে এরকম প্রতিটি মামলা তার নিজস্ব তথ্য এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে।
প্রদত্ত মামলায়, পিডব্লিউ-২ এবং পিডব্লিউ-৩-এর সন্দেহাতীত প্রমাণ এবং পরিস্থিতির সামগ্রিকতার কথা বিবেচনা করে, আমরা মনে করি যে বঞ্চনার কারণে আদালতের এই রায় দেওয়া উচিত ছিল না যে উইলটি ঘিরে সন্দেহজনক পরিস্থিতির মেঘ রয়েছে।

25. নীচের আদালত প্রাথমিকভাবে দুটি কারণে প্রবেট প্রদাণ করতে অস্বীকার করেছিল।প্রথম ভিত্তি হল যে পিডব্লিউ-১ জবানবন্দি দেওয়ার সময় বলেছিল যে উইলটি ২০/৭/২০০১ তারিখে কার্যকর করা হয়েছিল এবং একই দিনে নিবন্ধিত হয়েছিল।পিডব্লিউ-3 অবশ্য জবানবন্দি দেয় যে উইলটি ২৭/৭/২০০১ তারিখে নিবন্ধিত হয়েছিল।নীচের বিদ্বাণ আদালতের মতে, এই ধরনের অসঙ্গতি উইলের সম্পাদণ এবং অস্তিত্বকেই সন্দেহ করার জন্য যথেষ্ট মারাত্মক এবং সন্দেহজনক ছিল।

26. আমরা এই ধরনের সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করতে পারি না।উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে, সাক্ষ্য বিবেচনা করার সময়, আদালত যথাযথ সম্পাদণ হয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য তথ্যের সামগ্রিকতা এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করবে এবং এটি কোনও সাক্ষীর জবানবন্দি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কোনও বাক্য নিয়ে সাক্ষ্যের মূল্যায়ন করবে না এবং পুরো সাক্ষ্যটি স্ক্যান করা প্রয়োজন এবং আদালত সাক্ষীদের চরিত্র, লেনদেন হওয়ার পর থেকে কত সময় অতিবাহিত হয়েছে, জবানবন্দি দেওয়া তথ্যের প্রকৃতি ইত্যাদি দেখবে। সাক্ষ্যের মধ্যে কিছু অসামঞ্জস্যের অস্তিত্ব খুবই স্বাভাবিক।আদালত দেখবে যে এই ধরনের অসঙ্গতি মামলার মূলে যায় কিনা এবং সেই পক্ষের মামলাটি ধ্বংস করে দেয় কিনা যার পক্ষে এই ধরনের সাক্ষী সাক্ষ্য দিচ্ছেন।

27. উইল সম্পাদণ ও প্রত্যয়িত করার ক্ষেত্রে পিডব্লিউ-১ কোনও ভূমিকা পালন করেনি এবং তিনি কেবল বলেছেন যে এই ধরনের ঘটনা তাঁর উপস্থিতিতে ঘটেছে।তিনি একজন মহিলা এবং তিনি সম্পাদণ এবং প্রত্যয়ন তারিখ থেকে ১৩ বছর পর তার জবানবন্দি দিয়েছেন।তিনি জবানবন্দি দেন যে তিনি রেজিস্ট্রারের অফিসে যাননি।তিনি নিবন্ধনের সাক্ষী ছিলেন না।পিডব্লিউ-১-এর জবানবন্দি থেকে 'উইল আমাদের বাড়িতে ২৭/৭/২০০১ তারিখে প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং এটি একই দিনে নিবন্ধিত হয়েছিল' এই বাক্যটি পৃথক করে এবং তুলে নিয়ে, পিডব্লিউ-২ এবং পিডব্লিউ-৩-এর স্দেহাতীত সাক্ষ্য বাতিল করা যায় না।

28. বিদ্বান আদালতের মতে, দ্বিতীয় কারণটি ছিল যে যেহেতু 2006 সালে অর্থ্যাৎ উইল কার্যকর হওয়ার পরে উইলকারী একটি সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছিলেন, তাই উইলকারীর তার সম্পত্তি উত্তরাধিকারীকে দেওয়ার কোনও ইচ্ছা ছিল না।এই প্রস্তাবের জন্য আইনে কোনও বাধা নেই যে উইলের অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তির অংশের হস্তান্তর তার প্রত্যাহারের ইঙ্গিত দেয়। একটি উইল সর্বোপরি একটি পরিবর্তনযোগ্য দস্তাবেজ (অ্যাম্বুলেটরি ডকুমেন্ট) এবং তাই শুধুমাত্র সেই সম্পত্তির উপর এটি কার্যকর হবে যা উইলকারীর মৃত্যুর সময় বিদ্যমান ছিল। (উইল সম্পাদণের) পরবর্তী বিক্রয়ের নথিতে উইলের উল্লেখ

করা বাদ দেওয়া কোনও সন্দেহজনক পরিস্থিতি নয় এবং কেবল এই কারণে, প্রোবেট মঞ্জুর প্রত্যাখ্যান করা যাবে না।তাই আমরা দ্বিতীয় ভিত্তিটিকে অগ্রাহ্য করলাম।

29. এটা সর্বজনবিদিত যে, যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তার জন্য সিদ্ধান্ত একটি বিধিসংগত ক্ষমতা এবং তা থেকে যৌক্তিকভাবে কী অনুমান করা যায় তার জন্য নয়।এমনকি তথ্যর সামান্য পার্থক্য বা অতিরিক্ত তথ্যও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অনেক পার্থক্য আনতে পারে।রায়টি উত্থাপিত এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া আইনের ইস্যুর একটি নজির এবং কোনও নির্দিষ্ট মামলার তথ্যে করা পর্যবেক্ষণ নয়।

এখন, আমরা প্রতিবাদীগন যে রায়গুলির উপর নির্ভর করেছে সেগুলি খতিয়ে দেখি।

শ্রী ঘোষ যে রায়গুলির উপর নির্ভর করেছেন সেগুলিতে বর্ণিত আইনের প্রস্তাব সম্পর্কে কোনও বিতর্ক নেই, তবে উক্ত রায়গুলি তথ্যের ভিত্তিতে আলাদা করা যেতে পারে।এস্.আর. শ্রীনিবাস এবংঅন্যান্য (২০১০ এ. আই. আর এস. সি. ডব্লিউ ৩৯৩৫) (উপরে উল্লিখিত), মামলাটি ঘোষণা এবং দখলের পুনরুদ্ধারের জন্য ছিল যেখানে বিবাদী এই যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে **উইলটি একজন ব্যক্তির অনুকুলে** সম্পত্তি প্রদাণ করে সম্পাদণ করা হয়েছিল কিন্তু উইল প্রমাণ করার জন্য, প্রত্যয়ণকারী সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়নি এবং পরবর্তী মামলায় উইলের কোনও উল্লেখ ছিল না এবং তাই আদালত এই ধরনের উইল গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল।কর্তার কৌর এবং আনরের ক্ষেত্রে। (এ. আই. আর. এন. লাইন ১৯৯৬ এস. সি ৬৩৪) (উপরে উল্লিখিত) উইলকারী একজন নিরক্ষর ব্যক্তি ছিলেন এবং উইলটিতে একটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ ছিল।ভারপুর সিং এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে (এ. **আই. আর২০০৯ এস. সি** ১৭৬৬) (উপরে উল্লিখিত) অভিযোগ করা হয়েছিল যে উইলকর্ত্রী তার মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল এবং সুস্থ মানসিক দক্ষতার অধিকারী ছিল না। কাশিবাই- ১৯৯৫ এ. **আই. আর এস. সি.** ডব্লিউ ৪৬৩১ (উপরোক্ত)-এর ক্ষেত্রে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া হয় যে, কোনও সাক্ষী সাক্ষ্য দেননি যে সাক্ষী তাঁদের সামনে উক্ত উইলে স্বাক্ষর করেছেন এবং তাঁরা তা প্রত্যয়িত করেছেন।

30. বর্তমান মামলায় আবেদনকারী উইলের যথাযথ সম্পাদণ এবং প্রত্যয়ন প্রমাণ করেছেন এবং এটাও প্রমাণ করেছেন যে উইলকারী মানসিকভাবে সুস্থ ছিলেন।তিনি একজন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর স্বাক্ষর দিয়ে উইলটি সম্পাদণ করেছিলেন।পি. ডব্লিউ-১-এর সাক্ষ্যের মধ্যে সামান্য অসঙ্গতি বিষয়টির মূলে যায় না এবং তাই কল্পনা এবং/অথবা সন্দেহজনক পরিস্থিতির অস্তিত্বের অনুমানের উপর প্রবেট প্রদাণ মঞ্জুর করতে অস্বীকার করা ঠিক হবে না।

31. অতএব, খরচের বিষয়ে কোন আদেশ ছাড়াই আপিলটিকে ন্যায্য বলে অনুমোদন দেওয়া হল।অত্র বিবাদিত রায় এতদ্দ্বারা বাতিল করা হল।এই তারিখে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যায়নের বিবেচনার ভিত্তিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মূল্যায়ন করা অ্যাড-ভ্যালোরেম কোর্ট ফি জমা দেওয়ার পরে যথাক্রমে ২০/৭/২০০১ তারিখে সম্পাদিত এবং ২৭/৭/২০০১ তারিখে নিবন্ধিত তপোনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ উইল এবং টেস্টামেন্টের ক্ষেত্রে প্রবেট মঞ্জুর করা হোক।

32. মূল নিবন্ধিত উইল সহ নিম্ন আদালতের নথিগুলি অবিলম্বে নিম্ন আদালতে পাঠানো হোক।

33. এফ. এ. ১৪৯/২০১৭ আপিলটি এইরূপে নিষ্পত্তি করা হল।আবেদনটি সি এ এন ১/২০১৬ (পুরনো নম্বরঃ সিএএন ১২০২৮/২০১৬) ইতিমধ্যে ৭ই ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

34. তবে, খরচের বিষয়ে কোনও আদেশ থাকবে না।

35.এই রায়ের জরুরি (ফটোস্ট্যাট্) অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, তবে সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে যত দ্রুত সম্ভব পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

আপিল অনুমোদিত

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.